নভেম্বর - ডিসেম্বর
২০১৪

ওশি বার্তা

সংখ্যা নং - ০৬

দক্ষিণ এশীয় সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার

দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চাৎপদ শ্রমিক শ্রেণীর রুপান্তরমুখী সামাজিক সুরক্ষার দাবি

পশ্চাৎপদ শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেল্‌থ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি), হংকং ভিত্তিক এশিয়া মনিটর রির্সোস সেন্টার (AMRC) এবং এশিয়ান গোলটেবিল বৈঠকের (AROSP), দক্ষিণ এশিয়ার তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

উক্ত সেমিনারটি বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি খাত, ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রম বিষয়ক এনজিও হতে ৪১ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে ঢাকার ব্র্যাক ইন সেন্টারে গত ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারটির লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ এশীয় পশ্চাৎপদ শ্রমিকগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে কার্যকর আলোচনা করা এবং তাদের জন্য সাধারণ (common) সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক দাবিনামা তৈরী করা যেন দক্ষিণ এশীয় পশ্চাৎপদ শ্রমিকগোষ্ঠী উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে যৌথভাবে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ওশি জরিপ

২০১৪ সালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ৪৬৫ জন; হতাহতের শীর্ষে নির্মাণ, পোশাক, কৃষি, দিন-মজুর ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিক

২০১৪ সালে দেশে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৪৬৫ জন শ্রমিক নিহত (আনুষ্ঠানিক খাতে - ২১১ জন ও অনানুষ্ঠানিক খাতে - ২৫৪ জন) এবং ৪৪৪ জন শ্রমিক আহত (আনুষ্ঠানিক খাতে - ৩৪৯ জন ও অনানুষ্ঠানিক খাতে - ৯৫ জন) হয়েছেন। হতাহতদের মধ্যে ৮৪৭ জন পুরুষ ও ৫৭ জন মহিলা শ্রমিক এবং বাকি ০৫ জন অশনাক্ত।

১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত দেশের ১৫ টি জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ মনিটরিং এবং বিভিন্ন ফিল্ড অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে ওশি ফাউন্ডেশন; কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সর্ম্পকিত এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। যেসব জাতীয় সংবাদপত্রগুলোর প্রতিবেদন মনিটরিং করা হয় সেগুলো - দৈনিক প্রথম আলো, ইত্তেফাক, যায়যায়দিন, নয়া দিগন্ত, কালের কণ্ঠ, সমকাল, যুগান্তর, সংবাদ, জনকণ্ঠ, ইনকিলাব, ডেইলি স্টার, ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট, ডেইলি নিউ এইজ, ডেইলি সান এবং ঢাকা ট্রিবিউন।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ন্যাশনাল সেমিনার অন রাইটস অব এগ্রিকালচার ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি) এবং বাংলাদেশ লেবার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মেলন কক্ষে 'ন্যাশনাল সেমিনার অন রাইটস অব এগ্রিকালচার ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজিবুল হক চুন্নু এমপি।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ওশি জরিপ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আনুষ্ঠানিক খাতের মধ্যে নির্মাণ খাতে হতাহতের সংখ্যা সর্বাধিক (নিহত ১১১ জন ও আহত ৫৮ জন) এবং পোশাক খাত ২য় সর্বাধিক (নিহত ২৩ জন ও আহত ১০৮ জন)। এছাড়া জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে নিহত হয়েছেন ১৫ জন ও আহত ৩৪ জন শ্রমিক।

অনানুষ্ঠানিক খাতের মধ্যে কৃষি খাতে হতাহতের সংখ্যা সর্বাধিক (নিহত ৭২ জন ও আহত ২১ জন) এবং হতাহতের সংখ্যার বিচারে নির্মাণ (ব্যক্তিগতভাবে) সেক্টর ২য় স্থানে (নিহত ৫৪ জন ও আহত ০৯ জন)। এছাড়া দিন মজুর খাতে নিহত ৩৪ জন ও আহত হয়েছেন ২৩ জন শ্রমিক।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হতাহতের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হচ্ছে - বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকান্ড, উপর অথবা জাহাজ থেকে পড়ে যাওয়া, বজ্রপাত, বয়লার বিস্ফোরণ এবং দেয়াল/ভবন/ মাটি ধস। তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় - বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত হয়েছেন ১৭০ জন ও আহত ৪৬ জন, অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহত যথাক্রমে ১১ ও ১১১ জন, উপর অথবা জাহাজ থেকে পড়ে নিহত ও আহত হয়েছেন যথাক্রমে ৭১ ও ১৫ জন, বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন ৬৩ জন ও আহত ২৩ জন, বয়লার বিস্ফোরণে নিহত ও আহত যথাক্রমে ০৯ জন ও ৬৯ জন শ্রমিক এবং দেয়াল/ভবন/ মাটি ধসে নিহত হয়েছেন ২২ জন ও আহত হয়েছেন ৫১ জন শ্রমিক।

এছাড়া এক তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১২ ও ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক হতাহতের সংখ্যা সর্বাধিক। ২০১৩ সালে যেখানে শ্রমিক হতাহতের সংখ্যা ৪০৩৪ (নিহত ১৭২৭ ও আহত ২৩০৭) জন সেখানে ২০১২ ও ২০১৪ সালে শ্রমিক হতাহতের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬১ (নিহত ২০৬ ও আহত ১৫৫) জন ও ৯০৯ (নিহত ৪৬৫ ও আহত ৪৪৪) জন।

ন্যাশনাল সেমিনার অন রাইটস অব এগ্রিকালচার ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, কৃষক ও কৃষি শ্রমিক প্রত্যয় দুটি একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। যারা জমির মালিক তারাও কিন্তু কৃষি শ্রমিক। তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষেতে কাজ করে। একটা সময় কৃষিতে সামন্তবাদী প্রথা চালু ছিল। কিন্তু এখন বাংলাদেশে আর এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। আগের সেই জমিদারি প্রথাও নেই, তালুকাদারি প্রথাও নেই।

তিনি আরো বলেন, কৃষি শ্রমিকদের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে অবশ্যই আইন থাকা উচিত। তাদের কি কি অধিকার থাকবে, আইনে সেসব উলেখ থাকতে হবে। তাদের জন্য একটি যুগোপযোগী বিধি প্রণয়ন করতে হবে। বিধি প্রণয়নে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, এনজিও, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজকে সরকারের কাছে প্রস্তাব ও সুপারিশ পেশ করার জন্য আহ্বান জানান।

এছাড়াও তিনি বলেন, কৃষি শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। এক্ষেত্রে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। শ্রমিকদের মজুরি নিশ্চিত করতে পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে সকলকে ভাবতে হবে। তিনি আরো বলেন, আসুন, আমরা নিজেরা নিজেদের গৃহশ্রমিককে অধিকার প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের ঘর থেকে মানবাধিকার নিশ্চিত করার কাজ শুরু করি।

ওশি ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন সাকী রিজওয়ানার সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী পরিচালক এ আর চৌধুরী রিপনের সঞ্চালনায় সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএলএফ- এর চেয়ারম্যান জনাব আব্দুস সালাম খান, জাতীয় শ্রমিক লীগ, মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন রওশন জাহান সাথী, বিএলএফের জেনারেল সেক্রেটারি জেডএম কামরুল আনাম প্রমুখ। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ভিশন, কেয়ার বাংলাদেশ, বিএলএফ, কর্মজীবী নারীসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকদের সমস্যা, অধিকার ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষক মোহাম্মদ শহিদ উলাহ। প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের কৃষি শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা, সম্ভাবনা এবং তাদের মৌলিক ও সামাজিক অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে সরকারের নিকট তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেন।

বক্তারা কৃষিখাতের চলমান দুর্দশা লাঘবে এই খাতে আরো বেশি ভর্তুকি প্রদান, কৃষিশ্রমিকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে আহ্বান জানান।

সেমিনারে কৃষি শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করা হয়-

- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- কৃষি শ্রমিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ শ্রম আইন প্রণয়ন করা
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রদান করা
- কৃষি শ্রমিকদের সরকারিভাবে নিবন্ধন ও আইডি কার্ড প্রদান করা
- জাতীয় ভূমি নীতির হালনাগাদ নিশ্চিত করা
- কৃষি শ্রমিকদের খাদ্য, সেবাপ্রাপ্তি, শিক্ষা এবং ন্যূনতম জীবন-মানের অধিকার নিশ্চিত করা
- প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে খাস জমি বরাদ্দ করা।

মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

গত ২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী, জনাব মুজিবুল হক চুন্নু এমপি - এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে হকারদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন ওশি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব এ আর চৌধুরী রিপন, বাংলাদেশ ছিন্নমূল হকার্স সমিতির সভাপতি জনাব কামাল সিদ্দিকী, নারায়নগঞ্জ জেলায় অবস্থিত হকারদের পুনর্বাসনে গৃহীত ছিন্নমূলের ঠিকানা সাব্বির আবাসন প্রকল্পের সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দুস আহমেদ, আরিফা আস আলম, জাতীয় সমন্বয়ক, লেবার অ্যাট ইনফর্মাল ইকনমি (এলআইই) (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

দক্ষিণ এশীয় সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

AROSP বিশ্বাস করে, দক্ষিণ এশিয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রয়েছে ব্যাপক অসমতা এবং এর আশঙ্কাজনক দ্রুত প্রসারতা। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দৈনিক আয় এক দশমিক দুই পাঁচ (৳১.২৫) ইউএস ডলারের নিচে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ শ্রমিক, বিশেষ করে নারী শ্রমিক; জীবিকার অভাবে, তাদের অধিকার আদায় করতে না পেরে এবং সাধারণ ভোগ্য পণ্যের অভাবে সমাজে পিছিয়ে পড়ছে।

গত দুই বছর আগে বাংলাদেশের তাজরীন ফ্যাশন্সে ঘটে যাওয়া অগ্নিকান্ডে শিকার একজন ভুক্তভোগি নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে এটি খুব স্পষ্ট। তাজরিন ফ্যাশনস্ ফায়ার এ্যাকসিডেন্ট ভিক্টিমস্ রাইটস্ নেটওয়ার্কের সমন্বয়ক মিসেস জরিনা বেগম বলেন, "আমার খুব খারাপ লাগে যখন ভাবি এই অগ্নিকান্ডের পর আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই ঘটনার আগে আমি আমার পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি ছিলাম। আমাকে পরিবারের সকলের দেখাশোনা করতে হতো। কিন্তু এখন আমার তাদের সহযোগিতা করার কোন উপায় নাই। ঋণ নিতে লজ্জা লাগলেও আমি আমার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি। আমি এখন এই ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় প্রতিবেশীরা আমাকে নানা ধরনের কটূক্তি করে।"

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জড়িত শ্রমিকরা সামাজিক নিরাপত্তা, ক্রমবর্ধমান কাজ এবং আয়ের নিরাপত্তাহীনতার অভাবে হতাশ হয়ে পড়ছেন। ভারতের উড়িষ্যায় গত ২৫ বছর ধরে তৃণমূল সংগঠক হিসেবে কাজ করা অহধহফরহর চধফযর দাবি করেন, "ভারতের কৃষি শ্রমিক, বনজ শ্রমিক, হোম বেইজড ও গৃহ শ্রমিকরা সাধারণত কোন ধরণের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত থাকেন না।"

AROSP নেটওয়ার্ক, দক্ষিণ এশিয়ার পিছিড়ে পড়া শ্রমিকদের সহজে অর্ন্তভূক্ত করানো যায়, এমন একটি রুপান্তরমুখী অধিকার ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আহ্বান জানান। গত দুইদিনের সভা শেষে, অংশগ্রহণকারী তৃণমূল ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দক্ষিণ এশিয়ায় একটি জোট গঠনে একমত পোষণ করেন। উক্ত জোট দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সরকার ব্যবস্থাকে তৃণমূল পর্যায়ের শ্রমিকদের জন্য কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকবে।

তাজরিন ফ্যাশনস্ অগ্নি দুর্ঘটনার ২য় বর্ষপূর্তি

Walmart Dhaka কার্যালয়ের সামনে তাজরিন ফ্যাশনস্রে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের মানববন্ধন - ২০১৪

অনুদান নয়, ক্ষতিপূরণ চাই

তাজরিন ফ্যাশনস্ ফায়ার অ্যাকসিডেন্ট ভিকটিমস্ রাইটস্ নেটওয়ার্ক ২৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ, রোজ সোমবার সকাল ১১:৩০ মিনিটে বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেইফটি, হেলথ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি)'র সহযোগিতায় Walmart Bangladesh Office, Gulshan, ঢাকায় তাজরিন ফ্যাশনস্ অগ্নি দুর্ঘটনার ২য় বর্ষপূর্তিতে তাজরিন ফ্যাশনস্রে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও পুর্নবাসনের দাবিতে এক বিশেষ মানববন্ধনের আয়োজন করে।

উক্ত মানববন্ধনে উপস্থিত থাকেন তাজরিন ফ্যাশনস্ ফায়ার অ্যাকসিডেন্ট ভিকটিমস্ রাইটস্ নেটওয়ার্ক কমিটির সদস্য সচিব, মিসেস জরিনা বেগম ও নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ভিকটিমস্ সহায়তা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট OSHE ও Labour at Informal Economy (LIE)'র কর্মীবৃন্দ।

মিসেস জরিনা বেগম তার বক্তব্যে প্রথমে তাজরিন অগ্নি দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তারপর তিনি ক্ষতিগ্রস্ত তাজরিন ফ্যাশনস্রে শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে তাজরিন ফ্যাশনসের ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। তারা সঠিকভাবে চিকিৎসাটাও পাচ্ছেন না। যার ফলে অনেকেই স্থায়ি পঙ্গুত্ব বরণ করছেন এবং মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন।

সর্বশেষ তিনি নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে কিছু দাবিনামা Walmart Bangladesh Office এর কাছে তুলে ধরেন।

দাবিনামা:

- "লস অব ফিউচার আর্নিং" ও "পেইন এন্ড সাফারিং" নীতিমালার আলোকে তাজরিন ফ্যাশনস্ অগ্নি দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত সকল শ্রমিকদের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ করতে হবে এবং অবিলম্বে তা পরিশোধ করতে হবে
- অবিলম্বে সকল আহত শ্রমিকদের প্রয়োজন অনুযায়ি স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে
- অবিলম্বে সকল ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য স্থায়ি ও কার্যকর পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে
- অবিলম্বে সর্বাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অশনাক্ত মৃতদেহের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।

নেটওয়ার্ক সদস্য সচিবের বক্তব্যের পর তিনি নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে Walmart Bangladesh Office - কে নেটওয়ার্কের পক্ষ হতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সৌজন্য সাক্ষাৎ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এবং জনাব মোঃ ইব্রাহীম, কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ ছিন্নমূল হকার্স সমিতি।

জনাব রিপন চৌধুরী হকারদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অবগত করেন। এ সময় কামাল

সিদ্দিকী এলআইই-র ছায়াতলে বাংলাদেশ ছিন্নমূল হকার্স সমিতি এবং সাব্বির আবাসন প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত হকারদের পুনর্বাসনের জন্য "ছিন্নমূলের ঠিকানা আবাসন প্রকল্প" সম্পর্কে অবগত করেন। এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের হকারদের জন্য বিদ্যমান আলাদা আইন ও নীতিমালার একটি অনুলিপি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের হাতে তুলে দেয়া হয়।

নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিতরণ

নির্মাণ শ্রমিক বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচুর শ্রমিক নির্মাণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের নির্মাণ শ্রমিকেরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে নির্মাণকাজ করে থাকে। এসব কাজ অনিরাপদভাবে করতে গিয়ে তারা প্রায়ই নানা দূর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। তাদের কাজের এসব ঝুঁকি কমানো এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইএলও "অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি প্রকল্প" চালু করে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রকল্পের আওতায় ওশি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের ৫০ টি নির্মাণ সাইটে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এবং প্রায় ৬৫০ জন শ্রমিককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

গত ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পের আওতায় আইএলও এর সহযোগিতায় ওশি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ৫০টি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত নিরপত্তা সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন WoI, ILO প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল এডভাইজার Thomas Kring, ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর জনাব হারুনুর রশিদ, ওশি'র নির্বাহী পরিচালক, জনাব এ আর চৌধুরী রিপন এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব ওমর ফারুক, নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) এর পক্ষ থেকে সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব আবুল কাশেম, বাংলাদেশ বিল্ডিং এন্ড উড ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (বিবিডব্লিউডব্লিউএফ) - এর জনাব আরিফুর রহমান, জাতীয় নির্মাণ শ্রমিক লীগ (জেএনএসএল) - এর সাধারণ সম্পাদক জনাব নুরুল হক এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী নির্মাণ ও কাঠ শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

নিরপত্তা সরঞ্জাম পাওয়ার পর শ্রমিকরা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তারা বলেন, ভবিষ্যতে তারা এসব সরঞ্জাম ব্যবহার না করে আর কাজ করবেন না এবং অন্যদেরও এসব ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। মালিকেরা বলেন, তারা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক ছিলেন না। কিন্তু এখন থেকে আর কোন শ্রমিককে তারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া কাজ করতে দিবেন না এবং যেসব শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম নেই তাদেরকে তারা নিজেদের টাকায় তা কিনে দেবেন।

সবশেষে ওশি ফাইন্ডেশনের পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক জনাব রিপন চৌধুরী অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং শ্রমিকদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষনা করেন।

চা শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে লেবার এ্যাট ইনফর্মাল ইকোনমি (এলআইই) এর সহায়তায় বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন, শ্রীমঙ্গল "কর্মক্ষেত্রে অসংগঠিত নারীদের সংগঠিতকরণ, যৌন হয়রানি বন্ধকরণ এবং জেন্ডার সমতা ভিত্তিক" বিষয়ক এক জাতীয় ফলোআপ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে।

বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন (বিএমএসএফ) এর সিলেট অঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক গীতা গোস্বামীর সঞ্চালনায় ফলোআপ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএমএসএফ এর সভাপতি রাজেন্দ্র প্রাসাদ ব্যানার্জী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (বিএফটিইউসি) কার্যকরী সভাপতি এম. ইকবাল চোধুরী এবং বিএফটিইউসির কার্যকরী সদস্য এম. এইচ. ওয়াকার।

অতিথিরা বলেন, একটা সময় ছিল যখন চা শ্রমিকদের তেমন মূল্যায়ন করা হত না। কিন্তু এখন তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন আইন হচ্ছে। এছাড়া আগে মালিক-ম্যানেজার-বাবু এবং শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান ও বৈষম্য ছিল। শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা বেশি ছিল। কিন্তু এখন চা শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠন থাকায় এবং নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে তাদের সচেতনতা থাকায় তাদের অবস্থান আগের চেয়ে অনেক ভালো। চা শ্রমিকদের অবস্থার আরও উন্নয়নে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত হতে হবে। কেননা সংগঠিত থাকলে সহজেই যে কোনো কাজ সফলভাবে করা যায় এবং সহজেই অধিকার আদায় করা যায়।

শ্রীমঙ্গল উপজেলার বিভিন্ন চা বাগানের ১৫ জন নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন ওশি ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার আসাদ উদ্দিন, বিএমএসএফ এর সিলেট অঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক গীতা গোস্বামী এবং বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য বাসন্তি গোয়ালা। কর্মশালায় প্রশিক্ষকরা নারী শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ, বর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধ ও প্রতিরোধে করণীয়, জেন্ডার ভিত্তিক সমতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সমস্যা ও মতামত তুলে ধরেন।

বর্জ্যসম্পদ শ্রমিকদের মধ্যে পরিচয় পত্র বিতরণ

ঢাকার মাতুয়াইল ওশি প্রশিক্ষণ এবং কল্যাণ কেন্দ্রে গত ১১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে "প্রমোশন অব ডিসেন্ট ওয়ার্ক ফর ওয়েস্ট পিকার্স" প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছিন্নমূল হকার্স সমিতির সম্মানিত সভাপতি জনাব মোঃ কামাল সিদ্দিক।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জনাব সিদ্দিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তি জীবনের নানাবিধ দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরেন এবং সবাইকে সম্মিলিতভাবে সংগঠিত হয়ে দারিদ্র্যতাকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। তিনি সর্বমোট ২৫ জন বর্জ্যসম্পদ শ্রমিকের হাতে পরিচয় পত্র তুলে দেন।

বর্জ্যসম্পদ শ্রমিকদের সংগঠন **'মাতুয়াইল বর্জ্যসম্পদ সমবায় সমিতি লিমিটেড'** - এর সভাপতি জনাব মোঃ শাহ আলম উপস্থিত সকলকেরও ওশি ফাউন্ডেশনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওশি'র প্রোগ্রাম অফিসার আরিফা আস আলম এবং সহকারি প্রোগ্রাম অফিসার সাজ্জাদ কবির ভূঁইয়া।

আর্ন্তজাতিক হকার দিবস উদ্‌যাপন

১৪ নভেম্বর; আর্ন্তজাতিক হকার দিবস, ২০১৪ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনে লেবার অ্যাট ইনফর্মাল ইকনমি; "হকার'রা শ্রমিক - অন্যান্য শ্রমিকদের মত তাদেরও রয়েছে সংগঠিত হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করা এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার" স্লোগান নিয়ে ঢাকা প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে।

এলআইই-র উদ্যোগে এবং ওশি-র সার্বিক সহায়তায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (বিএফটিইউসি), ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার (এফজিডাব্লিও) এবং বাংলাদেশ ছিন্নমূল হকার্স সমিতির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তের হকাররা উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূর করতে হকারদের পুর্নবাসন, শোভন কাজের ব্যবস্থাসহ হকারদের জন্য জাতীয় নীতিমালা এবং একটি জাতীয় আইন প্রণয়নের দাবিসহ বিভিন্ন প্রস্তাবনা তুলে ধরেন এবং তা অতি সত্ত্বর বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবি জানান।

এলআইই-র পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আরিফা আস আলম মানব বন্ধনের মূলপত্র পাঠ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, অন্যান্য শ্রমিকদের মত হকারদেরও রয়েছে সংগঠিত হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করা এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার। তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও এলআইই হকারদের অধিকার আদায়ে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১৪ নভেম্বর ২০১৪ আর্ন্তজাতিক হকার দিবস পালন করছে।

নারী শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৯ ও ১০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মিরপুর ১২ নম্বরে অবস্থিত কারিতাস সিএইচ-এনএফপি সেন্টারের প্রশিক্ষণ কক্ষে লেবার অ্যাট ইনফর্মাল ইকনোমির উদ্যোগে "নারী শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ ও নেতৃত্ব উন্নয়ন" বিষয়ক দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অ- প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মোট ২০ জন নারী নেত্রী ও সংগঠক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালাটির উদ্দেশ্য ছিল "সম্ভাব্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারী শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব গড়ে তোলা, সংগঠিতকরণ ও নারী নেতৃত্বের উন্নয়নের মাধ্যমে যৌথ দর কষাকষিতে দক্ষতা উন্নয়ন"। ওশি'র চেয়ারপার্সন সাকী রিজওয়ানা কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন এবং তিনি নারী নেত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর উপর জোর দিতে বলেন। ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস চায়না রহমান, লেবার অ্যাট ইনফর্মাল ইকনোমির ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর ফরিদা খানম, এড্‌ভোকেট হাফিজা বেগম এবং রেডিমেট গার্মেন্টস ওয়ার্কার ফেডারেশনের সভাপতি লাভলী ইয়াসমিন প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে সেক্টর অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের মূল

সমস্যা ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা হতে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মিসেস চায়না রহমান বিভিন্ন ধাপে চরিত্রাভিনয়, খেলা এবং প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সংগঠিতকরণ কি, কেন সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং সংগঠিতকরণের বিভিন্ন কৌশল ও ধাপসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কর্মক্ষেত্রে অসংগঠিত নারী শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ, যৌন হয়রানি বন্ধকরণ ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক
ফলো-আপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

লেবার অ্যাট ইনফর্মাল ইকনোমি (LIE)-র পরিচালনায় এবং ওশি ও এএমআরসি (AMRC)-র সহায়তায় গত গত ২৮ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ২০ জন শ্রমজীবী নারী ও সংগঠকদের নিয়ে এক ফলো-আপ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারি লীগ (BNGWEL) - এর সংগঠকবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত কর্মশালাটি কার্যত বিএনজিডব্লিউইএল-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম রনি, সভাপতি, বিএনজিডব্লিউইএল এবং বাংলাদেশ সরকারের নিম্নতম মজুরী বোর্ডের (গার্মেন্টস শিল্প সেক্টর) সদস্য।

ফলো-আপ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল কর্মজীবী নারী শ্রমিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা এএমআরসি ও এলআইই-র জেন্ডার বিষয়ক প্রকল্পের সাথে একাত্ম হয়ে নিজেদের অধিকার, অসংগঠিতদের সংগঠিতকরণ, বিভিন্ন ধরণের বিশেষত যৌন হয়রানি বন্ধকরণ, জেন্ডার সমতা এবং নারী নেতৃত্বের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে সচেতন হন। যাতে তারা তাদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হন।

কর্মশালাটি মৌখিক আলোচনা, দলীয় কাজ, রোল প্লে এবং প্রশ্ন-উত্তর এই চার পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীগণ দলীয় কাজের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যত করণীয়সমূহ নির্ধারণ করেন। যৌন হয়রানির মত নানাবিধ হয়রানি বন্ধ এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে "সকল নারী শ্রমিকদের সংগঠিতকরণই প্রধান কাজ" বলে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

উপস্থিত প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মস্থলে আগামী তিন মাসের মধ্যে কমপক্ষে ১০ জন করে নারী শ্রমিককে সংগঠিত করবেন এবং পুরুষ সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে নানাবিধ হয়রানি বন্ধে করণীয় নির্ধারণ করবেন বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এছাড়া নিজেদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কর্মশালাটিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মূল্যবান মতামতের মাধ্যমে কর্মশালাটিকে আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলেন।

জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা শিবির

পৃথিবীতে ঝুঁকিপূর্ণ/ বিপজ্জনক যেসব কাজ আছে জাহাজ ভাঙ্গা তার মধ্যে অন্যতম। এ শিল্পে ছোট/ বড় দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে। এছাড়াও ক্যাডমিয়াম এর মত বিভিন্ন ধরণের বিপজ্জনক পদার্থের সংস্পর্শে কাজ করতে হয়। শুরু থেকেই শ্রমিকেরা এসব বিপজ্জনক পদার্থ অনিরাপদ উপায়ে অপসারণ করে আসছে। ফলস্বরূপ এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরণের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

ওশি ফাউন্ডেশন, কানাডিয়ান অটো ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন (সিএডব্লিউ) এর সহযোগিতায় পরিচালিত 'বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী' প্রকল্পের আওতায় গত ০১, ১৪, ২১ ও ২৮ নভেম্বর এবং ০৫, ১২, ১৯ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত ওশি প্রশিক্ষণ ও কল্যাণ কেন্দ্রে বিনামূল্যে মোট ০৮ টি ইনডোর স্বাস্থ্য সেবা এবং গত ০৫, ১২, ১৭, ১৯, ২৬ ও ২৯ নভেম্বর এবং ০১, ০৩, ০৮, ১৫, ১৭, ২৯ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মোট ১৩ টি আউটডোর স্বাস্থ্য সেবা শিবির কদমরসুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বারআউলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদামবিবিরহাট ও কুমিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালনা করে।

কর্মসূচীগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো শ্রমিকদের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান, তাদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা শ্রমিকদের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া।

ডাঃ জনাব তপন কুমার নাথ মোট ৬০ জন শ্রমিকের মাধ্যে এই চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। পরবর্তীতে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়।

নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

রেডিমেট গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি লাভলী ইয়াসমিন নারী শ্রমিকদের সংগঠিতকরণের প্রয়োজনীয়তার সাথে নেতৃত্ব কি এবং নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি একজন যোগ্য নেতার দায়িত্ব, কর্তব্য ও গুনাবলী সমূহ আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রায়শই দেখা যায় কিন্তু অসচেতনতা আর মেনে নেয়ার প্রবৃত্তি থেকে তা সবসময় দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যায়। আর তাই এড্ভোকেট হাফিজা বেগম কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি কি, সাধারণত কোন কোন আচরণসমূহ হয়রানির মধ্যে পড়ে এবং তা প্রতিরোধে করণীয় কি হতে পাওে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। এ সময় তিনি কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে বাংলাদেশে যে সকল আইন ও বিধি বিধান রয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন এবং যৌন হয়রানির শিকার কোন নারী কর্মী যদি আইনী সহায়তা চান তার প্রাপ্তির স্থানসমূহ নিয়েও আলোচনা করেন।

সাকী রিজওয়ানা বলেন, একজন ভালো সংগঠকের দক্ষতার মূলমন্ত্র হলো শ্রমিকদের নেটওয়ার্ক গঠন করা। আর নেটওয়ার্ক গঠনে প্রয়োজন যোগাযোগের দক্ষতা এবং মাঠ পর্যায়ে ছোট ছোট কমিটি গঠন করা।

সেশনের পরিসমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকে তাদের ভবিষ্যত ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং এলআইই-র নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংগঠকদের মাসিক পর্যালোচনা সভা

কৃষি শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবিকার প্রধান মাধ্যম কৃষি। এই খাতের বর্তমান অবস্থা আদর্শমানের অনেক নিচে। এই খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই ওশি পরিচালিত 'কৃষি শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিকরণ প্রকল্প' এর উদ্দেশ্য।

গত ১৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ওশি শ্রম কল্যাণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল - অসংগঠিত কৃষি শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ, মাঠ পর্যায়ে কাজের অবস্থা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, কৃষি শ্রমিকদের নিয়ে কমিটি গঠনসহ আরো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা।

অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিকাল সাড়ে তিনটায় সভা শুরু হয়। ৫টি ওয়ার্ড থেকে ৫ জন মূখ্য সংগঠক এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে প্রোগ্রাম অফিসার আসাদ উদ্দিন অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি সংগঠিত হওয়া ও করার বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি, কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা, ওশি'র সর্বশেষ তথ্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

এছাড়া তিনি কৃষকদের সাথে কিভাবে কাজ করতে হবে, সংগঠিতকরণের বাধা মোকাবেলা করে কিভাবে সফল হতে হবে - এসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নারী শ্রমিকদের সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

চা বিরতির পর সংগঠকরা মাঠ পর্যায়ে তাদের কার্যক্রমের বিবরণ এবং কিভাবে তারা তাদের এলাকার কৃষি শ্রমিকদের সফলতার সাথে সংগঠিত করতে সক্ষম হচ্ছেন তা তুলে ধরেন। স্ব স্ব এলাকার কৃষি শ্রমিকরা তাদের ডাকে সাড়া প্রদান করেন এবং তারা সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী।

উক্ত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী সংগঠকদের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সংগঠিতকরণ ও অন্যান্য ইস্যুতে তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। তারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন।

তাদের মতামতের আলোকে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় :

- প্রতি ওয়ার্ডে মাসে কমপক্ষে একটি পাঠচক্র আয়োজন করা
- শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে রেজিস্ট্রেশন ফরম সরবরাহ করা
- কর্মসূচি বা সভা যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে আয়োজন করা
- প্রতি দলে অন্ততপক্ষে ১৫ জন সদস্য রাখা।

পরিশেষে প্রোগ্রাম অফিসার, আসাদ উদ্দিন অংশগ্রহণকারীদের তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি সংগঠকদের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং কৃষি শ্রমিকদের সাথে নিয়মিত যোগযোগ রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বর্জ্যসম্পদ শ্রমিকদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম "সাপ্তাহিক পাঠচক্র"

বর্জ্যসম্পদ শ্রমিকদের নিয়ে গত নভেম্বর মাসের ২৫ ও ৩০ তারিখে ঢাকার মাতুয়াইল - এ অবস্থিত ওশি প্রশিক্ষণ ও কল্যাণ কেন্দ্রে মোট ০২ টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৩০ জন বর্জ্যসম্পদ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২৫ জন নারী ও ০৫ জন পুরুষ শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।

পাঠচক্রের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বর্জ্যসম্পদ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং অসংগঠিতদের সংগঠিতকরণ বিষয়ে সচেতন করা।

দুইটি অধিবেশনের মাধ্যমে পাঠচক্রটি পরিচালনা করা হয়। প্রথম অধিবেশনে মিসেস আরিফা আস আলম, প্রোগ্রাম অফিসার, এলআইই, বর্জ্যসম্পদ শ্রমিকদের মূল স্বাস্থ্য সমস্যা ও করণীয়, এইচআইভি/এইডস এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ফেডারেশন অফ গার্মেন্টস্ ওয়ার্কার্সের সাধারণ সম্পাদক, জনাবা চায়না রহমান অসংগঠিতদের সংগঠিতকরণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ তাদের ধারণা ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে পাঠচক্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে পাঠচক্র

ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত ওশি প্রশিক্ষণ ও কল্যাণ কেন্দ্রে গত ০৭, ১৪, ২১ ও ২৮ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে মোট ০৪ টি পাঠচক্র শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে বিভিন্ন ইয়ার্ড থেকে মোট ৬০ জন জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত পাঠচক্রগুলোতে বিভিন্ন সময়ে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টি ইউ. সি'র দিলিপ কুমার নাথ, বি. এফ.টি. ইউ.সি'র কে. এম শহিদউল্লাহ, এবং জে.এস. এল'র আবদুর রহিম মাষ্টার ও কামাল উদ্দিন সাহেব।

তারা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী নিয়োগ পত্র, পরিচয় পত্র, কর্মঘন্টা, ছুটি, কর্ম পরিবেশ, বাতাস চলাচল, ঝুঁকিপূর্ণ উপকরণ অপসারণ, কর্মক্ষেত্রে আলোর ব্যাবস্থা, নিরাপদ উত্তোলন পদ্ধতি এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

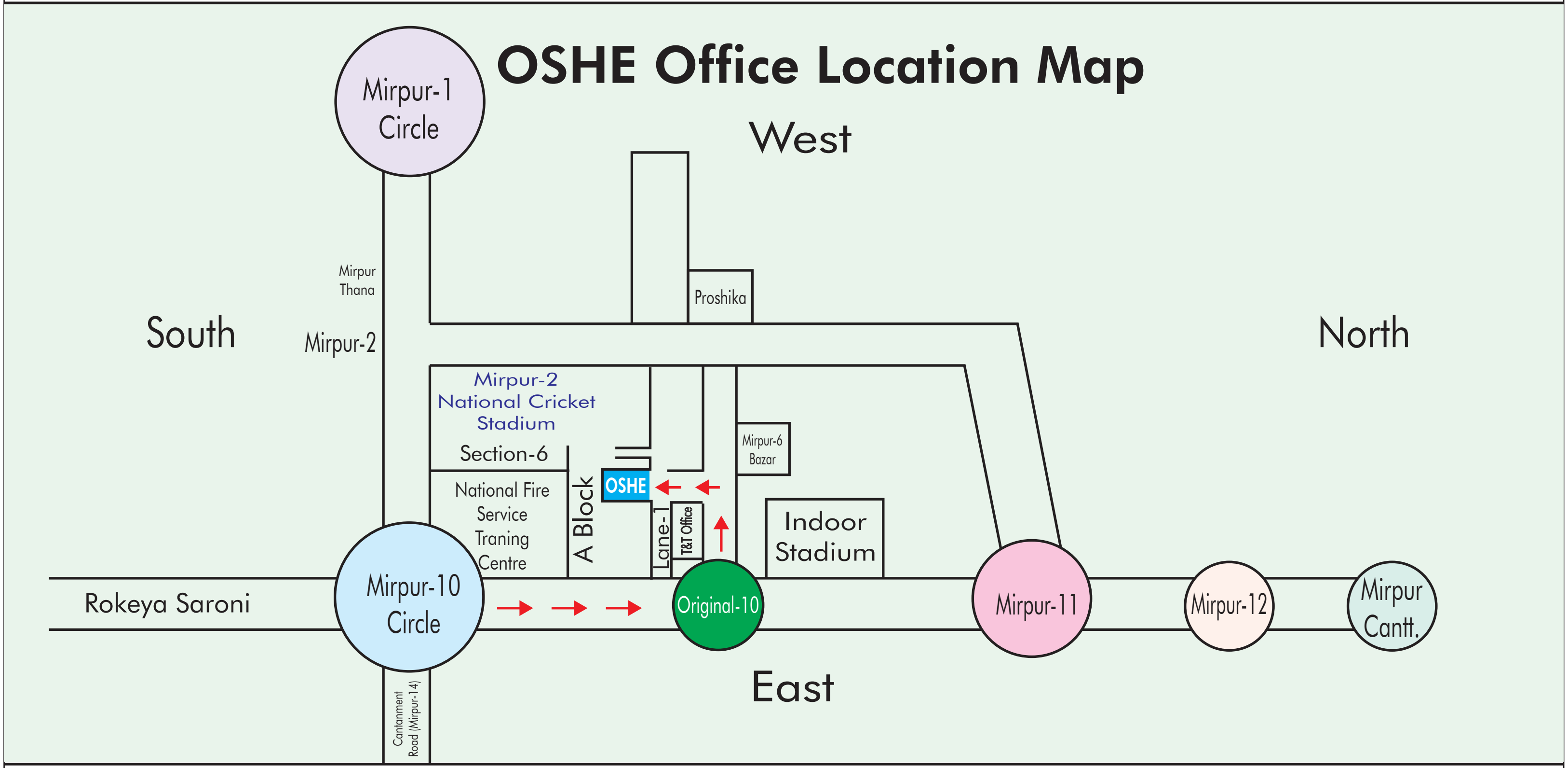

বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেল্থ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি)
শ্রমিকের মানবাধিকার, শোভন কাজ ও টেকশই উন্নয়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ

বাড়ী নং - ১৯ (প্রথম তলা), লেন - ০১, ব্লক - এ, সেকশন নং - ০৬
মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬, বাংলাদেশ, ফোন: +৮৮-০২-৯০৩২৯৪৭, ৯০৩২৯৪৮
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯০৩২৯৪৯, ই-মেইল: oshe@agni.com
(স্থান: মিরপুর ১০ সার্কেল এ অবস্থিত বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পিছনে)

November - December
2014

OSHE Newsletter

Issue No. - 06

South Asian Seminar on Social Protection held in Dhaka

Marginalised Workers in South Asia Demand for Transformative Social Protection

The Bangladesh Occupational Safety, Health, and Environment Foundation (OSHE), the Hong-Kong based Asia Monitor Resource Centre (AMRC), and the South Asian partners of the Asian Roundtable on Social Protection (AROSP) jointly organised a seminar of grassroots workers organisations from different South Asian countries on the issue of social protection.

The programme was held on 18-19 December 2014 in BRAC Inn Centre, Dhaka, Bangladesh with participation of 41 representatives from 30 grassroots workers organisations at informal economy, trade unions and labour NGOs in Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka.

The meeting aims to deepen the understanding of the marginalised workers in the region on social protection issues and to formulate common social protection demand so that South Asian marginalised workers can jointly campaign for at the sub-regional level.

(See Page 03)

OSHE Workplace Accident Survey Report

465 Workers Lost Lives in 2014; Construction, Garments, Agriculture, Day Labour and Ship Breaking Workers in Peak

465 workers lost lives (formal Sector - 211 and informal Sector - 254) and 444 workers were injured (formal Sector - 349 and informal Sector - 95) in different workplace accidents from January 01 to December 31, 2014 where 847 were male workers, 57 were female workers and the rest 05 were unidentified.

Bangladesh Occupational Safety, Health and Environment Foundation (OSHE) has revealed this quarterly workplace accident survey report based on monitoring 15 leading national daily newspapers of the country and reports of its field offices in different parts of the country.

As per the findings, in formal sector, the highest number of workers' casualties (died - 111 and injured - 58) took place in construction sector and the second highest number of workers' casualties (died - 23 and injured - 108) took place in garments (sweater, waving, knitting, spinning and composing) industries. Moreover, the ship breaking sector brought about 15 deaths and 34 injuries.

(See Page 02)

National Seminar on Rights of Agriculture Workers in Bangladesh

Bangladesh Occupational Safety, Health and Environment Foundation (OSHE) in association with Bangladesh Labour Welfare Foundation (BLF) organized a National Seminar on Rights of Agriculture Workers in Bangladesh at Conference Room, National Press Club in Dhaka on 23 December, 2014 at 10.00 am. Honorable State Minister, Ministry of Labour and Employment, Mr. Md. Mujibul Haque Chunnu MP was present as Chief Guest.

(See Page 02)

OSHE Workplace Accident Survey Report

(After Page 01)

In informal sector, the highest number of workers' casualties (died - 72 and injured - 21) took place in agriculture sector while the second highest number of workers' casualties (died - 54 and injured - 09) was seen in construction (household related; personally) sector. In addition, 34 deaths and 23 injuries were also seen in day labour sector.

The major causes, found for these deaths and injuries are electrocution, factory fire, falling from height or ship, thunderstorm/lighting, boiler or water pope explosion and Building/Roof/Wall Collapse. Electrocution killed 170 workers and injured 46. Factory fire caused 11 deaths and 111 injuries. Falling from height/ship caused 71 deaths and 15 injuries. Thunderstorm/lighting caused death of 63 and injury of 23 workers while Boiler or water pope explosion brought about 09 deaths and 16 injuries. And Building/Roof/Wall Collapse killed 22 workers and injured 51 workers.

Furthermore, in a comparative study, the year 2013 claimed more causalities than the years 2012 and 2014. 1727 deaths and 2307 injuries were seen in 2013 whereas in 2012 and 2014, the causalities were respectively 361 (death of 206 and injury of 155) workers and 909 (death of 465 and injury of 444) workers.

National Seminar on Rights of Agriculture Workers in Bangladesh

(After Page 01)

In his speech, Mr. Mujibul Haque Chunnu said, farmer and agriculture workers are closely related to each other. Those who are land owner, they are also agriculture worker. They cultivate their own land. In previous time, feudalism system was seen in agriculture. But at present, it is hardly found.

He also said, law is must for ensuring rights and social protection of agriculture workers. Different relevant articles should be included in law. They also need a proper ordinance in this regard. To formulate the ordinance, he urged different social organizations, NGOs', trade unions and civil society to come up with their proposals and recommendations to the government.

He added, various steps are essential to improve the skills of agriculture workers. That's why, all should work together. Ensuring fair price of agriculture goods, we can set up good prices of agriculture workers. In addition, it's time to think of minimum wages of agriculture workers. He also stated, let's uphold the human rights from our home by giving rights to our own domestic workers.

Chairperson of OSHE, Mrs. Saki Rezwana presided over the seminar while Executive Director, Mr. A R Chowdhury Repon was moderator. BLF Chairman, Mr. Abdus Salam Khan, Chairperson of Jatiya Sramik Leagu's Woman unit Rawshon Jahan Sathee and BLF General Secretary ZM Kamrul Anam attended the seminar. Besides, representatives from World Vision, Care Bangladesh, BALF, Karmajibi Nari and many other organizations joined the program.

Researcher Mr. Mohammad Shaid Ullah presented the Keynote paper on problems, rights and other issues related to agriculture workers and recommended several proposals for government and other stake holders.

The speakers and right activists placed several recommendations to ensure the rights of the agriculture workers. The recommendations include health security, workplace safety, new law for agriculture workers, khas land distribution for marginal farmers and update the national land policy.

At last, Chairperson of OSHE Mrs. Saki Rezwana closed the program by thanking chief guest, special guests and the entire participants.

The speakers and right activists placed several recommendations to ensure the rights of the agriculture workers. The recommendations include:

- Formation a new law for agriculture workers
- Ensure safety and health at workplace
- Ensure equal wages as same jobs
- Having rights to formation of trade union
- Distribution of khas land for marginal farmers
- Provide ID card and government registration for agriculture workers.
- Update the national land policy, etc.

Calls on Honourable State Minister

On 20 November, 2014, the 5-member delegation called on Mr. Md. Mujibul Haque Chunnu MP at Ministry of Labour and Employment and underscored socio-economic condition of hawkers in Bangladesh.

The members of the delegation were OSHE Executive Director Mr. A R Chowdhury Repon, Mr. Kamal Siddiki, President of Bangladesh Chinnamul Hawkers Samity, Mr. Abdul Kuddus Ahmed, President, Sabbir Aabasan Project, Narayanganj based hawkers rehabilitation initiative, National Coordinator of Labour at Informal Economy (LIE), Arifa As Alam and Mr. Md. Ibrahim, Treasurer of Bangladesh Chinnamul Hawkers Samity. (See Page 03)

South Asian Seminar on Social Protection

(After Page 01)

AROSP deems that the deepening inequality and the swelling informal economy in South Asia are very alarming. About 31 per cent of the total South Asian population are living at less than USD1.25 per day. The majority of the workers in South Asia, especially the women, have been marginalised in the society due to the dispossession of rights, livelihood, and common goods.

This is very apparent in the case of a victim of the Tazreen fire incident two years ago. Jorina Begum, Coordinator of the Tazreen Fashions Fire Accident Victims Rights Network shared, “I feel bad that my life has changed since the Tazreen fire. Before the incident, I am the one who takes care of my family. Now, I do not have any means to support them. I get loans from my neighbours but I feel so ashamed of doing so. My neighbours scold me because I cannot pay my loan.”

Aggravating the difficulties of the marginalised informal workers are the absence of social protection and the increasing job and income insecurity. Anandini Padhi, a grassroots organiser for over 25 years from Orissa, India, asserts that, “Workers in the agricultural sector, forestry, home-based, and domestic work in India are usually invisible and not covered by social protection.”

It is amidst these glaring realities that the AROSP network calls for a transformative, rights-based social protection that can easily be accessed by the marginalised workers across South Asia. As a culmination of the two days meeting, the participants have come together to form a South Asian Alliance that will work to pressure the South Asian governments to adopt a grassroots-oriented social protection, the participants are committed to building a strong alliance of marginalised workers in South Asia that will actively campaign for social protection for all.

Tazreen Fashions Fire Accident Victims Network Made Demonstration in front of Walmart Bangladesh Office

On the occasion of 2nd anniversary of the Tazreen Fashions Fire Accident, the leaders and members of Tazreen Fashions Fire Accident Victims Network made a demonstration at 12 pm noon today (24 Nov. 2014) in front of Walmart Country Office in Gulshan, Dhaka, Bangladesh with 4 points key demands.

Calls on State Minister

(After Page 02)

Mr. Chowdhury informed the State Minister about different ongoing projects and initiatives for the purpose of uplifting the hawkers’ livelihood. Mr. Kamal Siddiki described how

Bangladesh Chinnamul Hawkers Samity and Sabbir Aabasan Project have jointly been working with “Chinnamuler Thikana Aabasan Project” under the auspices of LIE for the purpose of rehabilitating hawkers of the country. In addition, a copy of separate Indian Law & Principles for hawkers was handed over to the State Minister.

On 24 November, 2012, a group of 112 workers lost lives and around 300 workers were injured in a devastating fire at Tazreen Fashions Limited, a sister concern of Tuba Group at Nischintapur, Ashulia, Savar in Dhaka due to intentional workplace safety negligence of the factory management; workers at the factory on accident producing garments products for the Walmart.

After the demonstration, leaders of Tazreen Fashions Fire Accident Victims Network wanted to meet with head of the Walmart office in Dhaka with aim to hand over a 4 points demand letter to the Walmart authority, but, Walamart Dhaka office refused to meet with them and not received the memorandum.

Jorina Begum, President of the Network letter publicly read out the demands to Walmart and said “Injured workers and family members of dead workers of Tazreen Fashions again shocked with the behaviour of Walmart Dhaka office today. Tazreen Fashions Fire Accident Victims will keep continue its fight for due compensation from Walmart. We are calling our brothers and sisters around the world to express due solidarity with the struggle of Tazreen Fashions Fire Accident Victims Network in Bangladesh and put pressure on the Walmart authority to fulfill our demands immediately”.

Repon Chowdhury, Executive Director of the Bangladesh Occupational Safety, Health and Environment Foundation (OSHE) said, “Walamrt authority again proved its top ranking position in the worst employers list by refusing to meet the injured workers representatives today. Walmart must have to respect and respond to the demands of Network.

4 points demands of Tazreen Fashions Fire Accident Victims Network in Bangladesh were: Immediate settlement of due compensation for all deceased and injured workers of Tazreen Fashion Fire Accident based on “Loss of Future Earning” and “Pain and Suffering” Principles; Provide short, medium and long-term medical treatment facilities to injured workers; Rehabilitate the injured; particularly disabled workers in an effective and permanent way.

PPEs Distribution among Construction Workers

Construction workers are the key factor of the country's infrastructural development. A good number of workers are involved in construction field. They have been working with huge risk and uncertainty. As a result, they are to experience different sorts of accidents at work. Subsequently, A sub-regional project - "Way out of Informality: Facilitating Formalization of the Informal Economy in South Asia" is being implemented by ILO in Bangladesh to address the decent work deficits in the informal sectors. The Project identified the construction sector for intervention.

The objectives of the project are to ensure occupational health and safety for construction workers and to create decent work place for them. Bangladesh Occupational Safety, Health and Environment (OSHE) Foundation organized training programs at 50 small construction enterprises on Work Improvement and Occupational Safety & Health with the financial assistance from the ILO, "Way out of Informality" Project in Dhaka, Chittagong and Rajshahi which indeed covered 650 construction workers.

In last December, OSHE distributed Personal Protective Equipments (PPE) with the support of ILO under the project among 50 small construction enterprises in Dhaka, Chittagong and Rajshahi. Mr. Thomas Kring, Chief Technical Advisor, WoI Project, Mr. Harunur Rashid, National Project Coordinator, OSHE Executive Director, Mr. A R Chowdhury REPON, Mr. Omar Farque, Program Manager of OSHE, Management authorities of small construction enterprises, Senior Vice President Mr. Abul Kasem from INSUB, Mr. Arifur Rahman, BBWWF, Mr. Nurul Haque, General Secretary of JNSL and also the central and local leaders of BJNKSF were present in the program.

The workers expressed their happiness after getting safety equipments. They said, they would not work anymore without these equipments and would also motivate others to use. The enterprise management authorities said, they were not aware of using PPEs before but now they would not let the workers work without PPEs. From now on, the authorities would try to arrange PPEs for their workers.

In conclusion, OSHE ED, Mr. Chowdhury thanked everyone for joining and wished the workers all success.

Organizing the Un-organized Female Workers, Stopping Sexual Harassment and Gender Equality at Work
Follow-up Workshop for Tea Workers Organized

Bangladesh Tea Workers' Union, Sreemangal organized a national follow-up training workshop on 2 November, 2014 on "Organizing the Unorganized Female Workers, Stopping Sexual Harassment and Gender Equality at Work" with the support of LIE at Bangladesh Labour Welfare Center's auditorium, Sreemangal Upazila in Moulvibazar.

Gita Gossami, Organizing Secretary of BMSF (Sylhet) moderated the program where the President of BMSF (Sylhet) Rajendra Prasad Banerjee was present as Chief Guest and Executive President of BFTUC, Mr. M. Iqubal Chowdhury and Executive Member, Mr. M H Waquar attended as Special Guests.

Once upon a time, the tea workers were not given importance. At present, different laws have been enacting for the welfare of them. In the past, there was a big discrimination among tea owners, managers, staff and general workers. The workers were badly oppressed and suppressed. These days tea workers have some organizations and as a result of that, they are more aware of their rights and demands which underscore their better situation compared to the past. The workers still have to go a long way so they need to be more organized in coming days.

In the workshop, 15 (Fifteen) female workers from different tea gardens of Sreemangal Upazila joined where OSHE Program Officer Mr. Asad Uddin, Gita Gossami, Organizing Secretary of BMSF (Sylhet) and Basanti Goala, Member of Bangladesh Tea Workers' Union attended as trainers. The trainers focused mainly on organizing the unorganized female workers, stopping sexual harassment and gender equality at work in their discussions with the vibrant involvement of the participants.

Beneficiary Cards Distribution among Waste Resource Workers

On November 11, 2014 beneficiary cards were distributed among the beneficiaries of "Promotion of Decent Work for Waste Pickers in Bangladesh" project at Matuail, Dhaka's OSHE Training and Welfare center. In the program, Mr. Md. Kamal Siddik, President of Bangladesh Chinnamul Hawkers' Samity was present.

In the inaugural speech, Mr. Siddik described workplace and personal lives' sorrows of informal sector's workers. He urged the waste resource workers to fight poverty in a collective and organized way. He distributed the beneficiary cards among 25 workers.

Besides, waste resource workers' organization, **Matuail Waste Resource Cooperative Society's** President Mr. Md. Shah Alam thanked each worker and OSHE. In addition, OSHE Program Officer, Arifa As Alam and Assistant Program Officer, Mr. Sajjad Kabir were also present in the program.

International Hawkers' Day Celebration

The Labor at Informal Economy (LIE) organized a human chain in front of Dhaka Press Club, Dhaka to mark International Hawkers Day Celebration on 14 November, 2014 with the slogan - "Hawkers are workers - They have right to social security, to be organized and to lead".

In the human chain, BFTUC, FGW, Bangladesh Chinnamul Hawkers' Samity, OSHE and hawkers from different parts of Dhaka joined. The participants asked the government to rehabilitate hawkers, formulate national policy and to enact national law for the holistic well-being of hawkers. raised a variety of slogans and took placards focusing on gender equality, social protection and their fundamental rights at work.

Arifa As Alam, Program Coordinator of LIE read out the key note paper of the program and thanked everyone for joining. She also stated, like other sectors' workers, hawkers have the right to be organized, to lead and to be included in national social security scheme. Hence, LIE in Bangladesh has been celebrating International Hawkers' Day on 14 November of each year.

Seminar on Leadership Development and Organizing Female Workers

Labour at Informal Economy (LIE) organized a workshop on 09 and 10 November, 2014 at Caritas CH - NFP center's training room, Mirpur - 12 in Dhaka on Leadership Development and Organizing Female Workers where 20 working women and organizers from different formal and informal sectors participated in.

The objectives of the workshop were to build up female workers leadership at probable local and national levels, organize and to develop the skill of bargaining through female leadership development. OSHE Chairperson Saki Rezwana inaugurated the workshop and urged to speed up the communication among female leaders. In the program, Mrs. China Rahman, Executive Director of Federation of Garments Workers, National Coordinator of Labour at Informal Economy (LIE), Mrs. Farida Khanam, Adv. Hafiza Begum and Lavli Yesmin, President of Readymade Garments Workers Federation joined.

In the workshop, the participants determined the sector wise female workers prime challenges and risks and discussed about the way outs.

Mrs. China Rahman discussed about organizing, necessities of being organized and different steps and strategies of organizing through doing role play, games and FAQ session. Mrs. Lavli highlighted the leadership issue and importance of leadership in her discussion. In addition, she also focused on characteristics, duties and responsibilities of a good leader.

(See Page 06)

Organizing the Un-organized Female Workers, Stopping Sexual Harassment and Gender Equality at Work

Follow-up Training Organized

Labour at Informal Economy (LIE) organized a follow-up workshop with the support of OSHE and AMRC on 28 November, 2014 where 20 working women and organizers from different sectors particularly garments sector participated in. In addition, organizers of Bangladesh National Garments Workers Employees League (BNGWEL) attended the program.

The workshop was organized at BNGWEL's office indeed which was inaugurated by Mr. Sirazul Islam Rony, President of BNGWEL and Member of Minimum Wage Board (Garments Industry Sector) of Bangladesh Government.

The objective of the workshop was to increase knowledge base and skills of working women through ensuring their attachment to the gender based projects of AMRC and LIE to

- organize the un-organized;
- establish own rights;
- ensure gender equality; and
- stop sexual harassment.

The workshop included plenary discussion, group work, role play and FAQ. The participants set up their future to-dos through group work in this regard. All the participants agreed with one point that ensuring gender equality and stopping all sorts of discrimination and harassments, the main job is to organize all female workers.

The present female participants vowed to organize at least 10 female workers in next 03 (three) months in their respective organizations and to determine the ways of stopping harassment at work in consultation with male workers. In addition to these, they were asked to form a network.

The participants participated in the program with sharing their views and experiences actively that enriched the workshop indeed.

Health Camps for Ship Breaking Workers

Ship breaking is one of the most hazardous sectors in the world. Major and minor injuries are the common phenomena in this sector. Besides, different types of deadly substances like cadmium also exist in this sector. From the very beginning, workers are manually handling these substances. As a result, workers of ship breaking sector always suffer from various diseases.

In the circumstances, Bangladesh Occupational safety Health and environment foundation (OSHE) organized 08 in-door camps on November 01, 14, 21 & 28 and December 05, 12, 19 & 26, 2014 at OSHE Training and Welfare Centre Vatiary, Sitakunda, Chittagong and 13 out-door camps on November 05, 12, 17, 19, 26 & 29 and December 01, 03, 08, 15, 17, 29 and 31, 2014 at Kadamrasul Government Primary School, Baroaulia Government Primary School, Madambibirhat and Kumira Government Primary School.

The objectives of the health camp were to provide basic medical health care, to aware workers about their health and hygiene and to ensure health services at the doors of workers.

Dr. Topon Kumar Nath, General Health practitioner provided the ship breaking workers with treatment. The total of 60 workers received the treatment. As per the prescription, free medicines were distributed among the beneficiaries.

Workshop on Leadership Development

(After Page 05)

Sexual harassment is commonly seen at work but lack of awareness and hiding mentality keep this issue away from notice. Hence, Adv. Hafiza Begum discussed on concept of sexual harassment, the activities which define sexual harassment and the preventive ways of it. She also underscored the relevant laws and other rules and regulations and the ways how female workers can seek help if anything happens to them.

Chairperson of OSHE, Saki Rezwana stated, the basic theme of the skill of a organizer is to form a network. And for the formation of a network, proper communication skill and existence of committees at field level are needed.

At the end of the workshop, the participants sketched their future campaign plans and promised to work through network.

Monthly Progress Review Meeting of Organizers

Promotion of Decent Work for Agriculture Workers

Monthly progress review meeting of core organizers of the Promotion of Decent Work for Agriculture Workers project was held at OSHE Agriculture Project office at Chunarughat in Habigonj on 19 November, 2014 with the purpose of organizing the unorganized agriculture workers, present situation of field level activities and formation of agriculture workers committees etc.

There were 5 core organizers participated in the program. At first Mr. Asad Uddin, Program Officer, OSHE welcomed the organizers. He delivered a welcoming speech on organizing, agriculture workers situation, up to date information about OSHE and so on. He gave importance about how to deal with workers, how to face the difficulties on organizing etc. He encouraged them to include female workers in the committees.

The Core organizers exchanged and explained their activities of whole month. They organized the agriculture workers of their localities. The agriculture workers of their localities responded eagerly and were eager to get them involved in an organizational setting.

The participants of this monthly progress review meeting took part in actively. They advised us on different matters and future plan. The Decisions and regulation of this program are -

- Conduct at least one study circle at each ward by December
- Provide registration form for registering the workers
- Program should be organized at related localities
- One group contains at least 15 members.

In conclusion, Program Officer of the project Asad uddin thanked everyone for their participation. He urged them to implement the decision taken in the program and maintain regular communication with the agriculture workers.

"Weekly Study Circle" - Sensitization Program for Waste Resource Workers

Two-hour long 02 (two) study circles were held on 25 and 30 November, 2014 at OSHE Training and Welfare Centre, Matuail in Dhaka. The total of 30 waste resource workers; 25 females and 05 males participated in these Study Circles.

The objective of the Study Circle was to sensitize the waste resource workers about their health & safety issues, HIV/AIDS and the effective ways of organizing the unorganized.

Each Study Circle had 2 sessions. The first session focused on the occupational health & safety, identification of core health problems of waste resource workers and HIV/AIDS which was conducted by Mrs. Arifa As Alam, Program Officer, LIE. The second session mainly focused on the means of organizing the unorganized and that was facilitated by Ms. China Rahman, General Secretary of Federation of Garments Workers (FGW).

All participants took part in the program actively through sharing their knowledge and views.

Study Circle on Occupational Safety & Health for Ship Breaking Workers

The four Study Circles on Occupational Safety and Health were held on November 07, 14, 21 & 28, 2014 at OSHE Training and Welfare Centre Vatiary, Sitakunda, Chittagong. The total of 60 ship breaking workers from different yards participated in these study circles.

Mr. K.M Shahidullah, General Secretary, BFTUC, TUC's Mr. Dilip Kumar Nath and JSL's Mr. Abdur Rahim Master & Mr. Kamal Uddin Saheb were present as key discussants of these study circles.

In their presentation, they discussed OSH provisions as per Bangladesh Labour Act 2006, such as issuing appointment letter, issuing identity card, fixing working hours, provision for leave, keeping favorable environment, maintaining air circulation, disposal of hazardous materials, lighting at work, work at height, safe use of machineries, safe weight lifting and use of personal protective equipments etc.

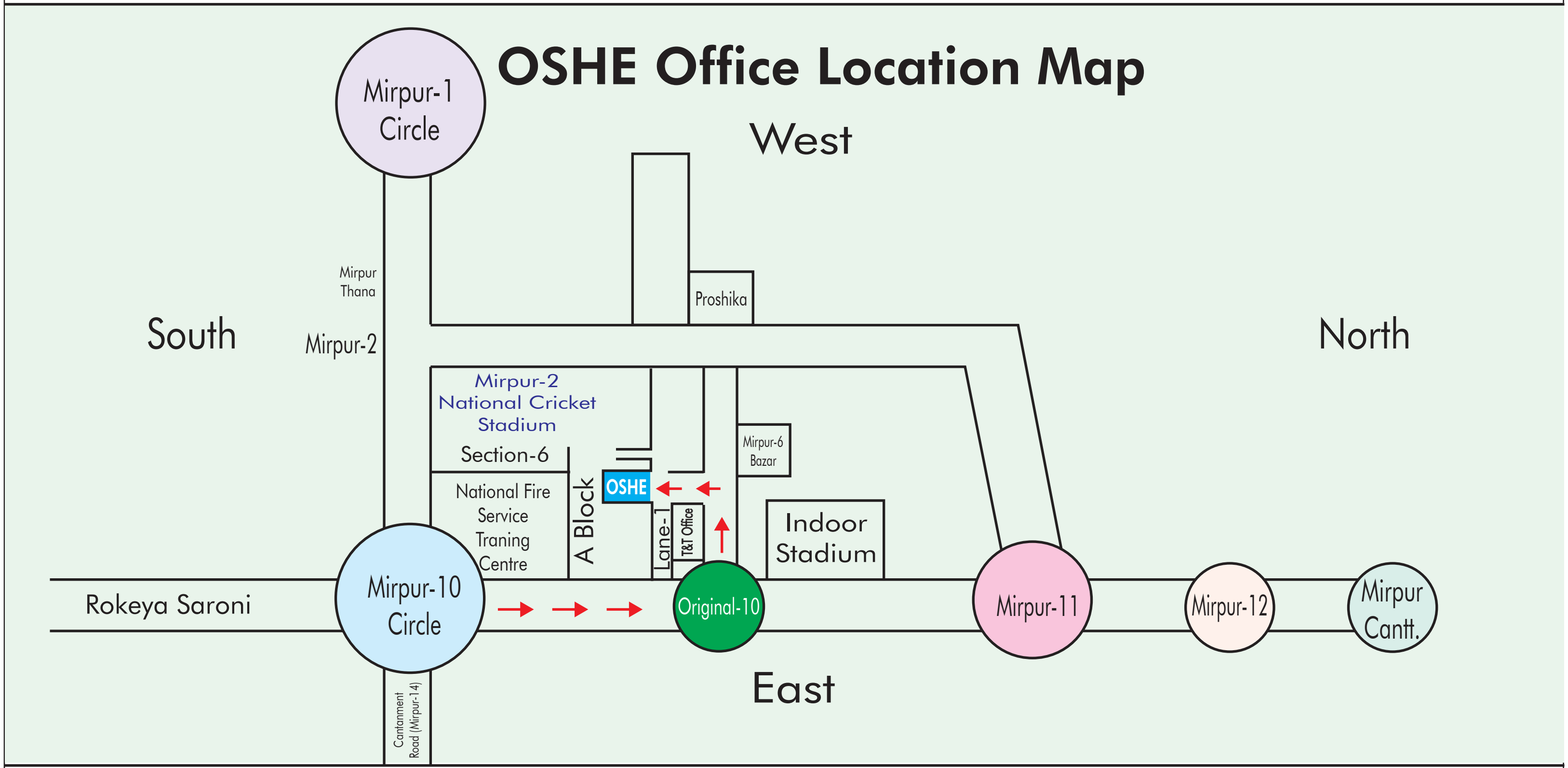

Bangladesh Occupational Safety, Health & Enviroment Foundation (OSHE)
Promote human rights of Workers, decent work & sustainable development

House # 19 (1st floor), Lane # 1, Block # A, Section # 06
Mirpur, Dhaka - 1216, Bangladesh, Tel: +88-02-9032947, 9032948
Fax: +88-02-9032949, E-mail: oshe@agni.com
(Location: Behind the Bangladesh Fire Service and Civil Defense Training Centre - Mirpur 10 circle)